R. N. No. 2532/57 Phone No. 66-228, STD 03483 Regd. No.—WB/MSD—4

বাসোপোযোগী জায়গা বিক্রী

রঘুনাথগঞ্জ শহরের ফাঁসিতলা এলাকায় পণ্ডিতের বাগানের বেশ কিছুটা জায়গা প্লট করে বিক্রী করা হচ্ছে। যোগাযোগ করুন—

সনৎ ব্যানার্জী
অবসরপ্রাপ্ত পোষ্ট মাষ্টার
রঘুনাথগঞ্জ ফাঁসিতলা
(সি পি এম অফিসের সামনে)

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত **শরৎচন্দ্র পণ্ডিত** (দাদাঠাকুর)

অবজেকশন ফর্ম, রেশন কার্ডের ফর্ম, পি ট্যাক্সের এবং এম আর ডিলারদের যাবতীয় ফর্ম, ঘরভাড়া রসিদ, খোঁয়াড়ের রসিদ ছাড়াও বহু ধরনের ফরম এখানে পাবেন।

দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন

রঘুনাথগঞ্জ ঃঃ ফোন নং-৬৬-২২৮

৮১শ বর্ষ
৩৪শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ ১১ই মাঘ বুধবার, ১৪০১ সাল।
২৫শে জানুয়ারী, ১৯৯৫ সাল।

নগদ মূল্য : ৫০ পয়সা
বার্ষিক ২৫ টাকা

দলের কর্মীদের আত্মসমালোচনা করতে বললেন বসু

সৌমিত্র সিংহ রায়, ফরাক্কা : সি পি এম কর্মীদের আত্মসমালোচনা করতে বললেন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু। ফরাক্কায় দলের পঞ্চদশ জেলা সম্মেলনের প্রকাশ্য সমাবেশে নতুন কলেজ ভবন ময়দানে বক্তৃতা দিলেন গত ২১ জানুয়ারী। হেলিকপ্টারে উড়ে এসে মুখ্যমন্ত্রী মঞ্চে ওঠেন বিকেল ৩-১৫ মিনিটে। তাঁর ৫৫ মিনিটের ভাষণের অধিকাংশই ছিল কংগ্রেসের সমালোচনায় ভরা। তিনি বলেন, কংগ্রেসে নৈতিকতা নেই ওরা ভোটের জন্য মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দেয়, অসত্য কথা বলে। যে কংগ্রেস ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল, সে কংগ্রেস আর নেই। এখনকার কংগ্রেস দুর্নীতি, সুবিধাবাদে ভরে গেছে। ওদের দলেগণতন্ত্র নেই, আমাদের পার্টিতে আছে। বেকার দ্রুত গতিতে বাড়ছে, জিনিসের দাম বাড়ছে। আর, ওদের নীতি বিদেশীদের সুবিধে করে দিয়েছে। ওদের নীতির ভুলের জন্য সব রাজ্যে ওরা হারছে। শিল্পায়ন প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, পঃ বঙ্গে ভূমি-সংস্কার হয়েছে, কৃষিতে আমরা এগিয়েছি—হরিয়ানা, পাঞ্জাবকে হারিয়েছি। ক্ষুদ্র-শিল্পে গ্রামকে স্বনির্ভর করেছি। শিল্পেও পঃ বঙ্গকে প্রথমে নিয়ে যাব। বড় শিল্প করতে আমরাও চাই, যা এতদিন কংগ্রেস করতে দেয়নি। আমাদের ছেলেরা তাহলে কোথায় চাকরি পাবে? দেশি-বিদেশী পুঁজিপতিরা এখন আসছেন আমাদের রাজ্যে। বিদ্যুতে ১৬ হাজার কোটি টাকার চুক্তি হয়েছে। এই জেলার সাগরদীঘিতে ২০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ তৈরী হবে, ৭/৮ হাজার কোটি টাকা খরচ হবে। তবে, কিছু সময় লাগবে। বি জে পি প্রসঙ্গে বলেন—সাম্প্রদায়িক দল, মানুষকে ভাগ করতে চাইছে ওরা। কংগ্রেস সাম্প্রদায়িক দল নয়। কিন্তু, ওদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। একমাত্র জবাব হচ্ছে, বি জে পি ও কংগ্রেকে মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন (শেষ পৃঃ দ্রঃ)

ভুরি ভুরি দুর্নীতির অভিযোগে সুতী থানার ওসি সাসপেণ্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি : নানা দুর্নীতির অভিযোগে সুতী থানার ওসি শিবপদ সরকারকে গত ১৯ জানুয়ারী সাসপেণ্ড করা হয়েছে বলে জানা যায়। তাঁর স্থলে ঐ থানার সেকেণ্ড অফিসার অনিল চ্যাটার্জীকে ওসির কাজ চালাতে নির্দেশ দিয়েছেন এস পি। খবর শিবপদবাবুর বিরুদ্ধে স্থানীয় জনসাধারণ সরাষ্ট্র সচিব মনীশ গুপ্তকে লিখিত অভিযোগ পাঠান। সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই নাকি তাঁকে সাসপেণ্ড করা হয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ ১৯৯৩ এর সেপটেম্বরে সুতী থানার লক্ষ্মীপুর ক্যাম্পের পুলিশ দুই কুইন্টাল বারুদ আটক করে। সেই সংক্রান্ত মামলায় জঙ্গিপুর কোর্টের জুডিসিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট গত ২-১০-৯৩ ওই বারুদ নষ্ট করে দিতে থানাকে নির্দেশ দেন। কিন্তু জানা যায় ওসি শিবপদ সরকার বারুদ নষ্ট না করে নাকি অরঙ্গাবাদ ফুলতলার নারাণ সিং ও মুর্শেদ আলীকে ৫০/৬০ হাজার টাকায় বিক্রি করে দেন। এবং থানার রেকর্ডে (জি ডি এনট্রি নং ১৫৬ তাং ৫-১০-৯৩) বারুদের পেটি পদ্মায় ফেলে দেওয়া হয়েছে দেখান। কোন সাক্ষী না রেখেই ওই জি ডি এনট্রি করা হয় বলে প্রকাশ। প্রকৃত ঘটনা হচ্ছে ওসি শিবপদ সরকারের নির্দেশে মালখানা থেকে বারুদ বোঝাই ৫টি পেটি নারাণ ও মুর্শেদকে দেওয়া হয়। সেই সময় জনৈক কনষ্টেবল পান্নালাল সেখানে উপস্থিত ছিলেন। নিমতিতা ষ্টেশন থেকে উদ্ধার করা ২ বস্তা বারুদ এখনও নাকি থানার মালখানায় মজুত আছে। আরও জানা যায় গত ২৫ অক্টোবর '৯৪ বাস ডাকাতির (শেষ পৃষ্ঠায় দ্রঃ)

ভোটার লিষ্টে নাম না তোলার প্রতিবাদে হাইকোর্ট

ফরাক্কা : ফরাক্কা বিধান সভার পুরানো রেল কলোনীর ২৪৮ জন ও নিশিন্দ্রা ২নং কলোনীর ৭১৩ জন ভোটার গত নির্বাচনে ভোটার থাকা সত্ত্বেও এ বছর আই বি বিভাগের তদন্ত রিপোর্ট অনুযায়ী সরকারী জমিতে বে-আইনী বসবাস করার পরিপ্রেক্ষিতে ভোটার লিষ্ট থেকে তাঁদের নাম বাদ দেওয়া হয়। এই ঘটনার প্রতিবাদে উক্ত ৯৮১ জন ১৩ জানুয়ারী ভোটাধিকারের দাবীতে মহামান্য হাই কোর্টে আবেদন দাখিল করেছেন বলে খবর।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক নেই লেখাপড়া শিকেয় উঠেছে

নিজস্ব সংবাদদাতা : এই মহকুমার সিংহভাগ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অবস্থা বেহাল। কোন প্রাথমিক বিদ্যালয়েই পূর্ণ শিক্ষক নেই। দু'জন কিংবা একজন শিক্ষক দিয়েই বেশীর ভাগ বিদ্যালয়ে পঠন-পাঠনের কাজ কোন প্রকারে চলছে। চার-পাঁচটি শ্রেণীযুক্ত বিদ্যালয়ে দু'একজন শিক্ষক চোখে সরষে ফুল দেখছেন। তাঁরা না পারছেন ভালভাবে (শেষ পৃঃ দ্রঃ)

সরষে ফুলে জাব পোকা আম গাছেও মুকুল আসেনি

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর মহকুমায় সারের ও কীটনাশকের অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধি ও দুষ্প্রাপ্যতা দেখা দিয়েছে। যার ফলে চাষীরা ও আমবাগানের মালিকেরা পড়েছেন বিপাকে। আবহাওয়ার জন্য এবার সরষের ফুলে জাব পোকার আক্রমণ ব্যাপকহারে দেখা যাচ্ছে। আমগাছে মুকুল এখনও আসেনি। মুকুল আসার আশা থাকলেও (শেষ পৃঃ দ্রঃ)

বাজার খুঁজে ভালো চায়ের নাগাল পাওয়া ভার,
দার্জিলিঙের চূড়ার ওঠার সাধ্য আছে কার?
শুনুন মশাই, স্পষ্ট কথা বাক্য পরিষ্কার
মনমাতানো দারুণ চায়ের ভাঁড়ার চা ভাণ্ডার।।
সবার প্রিয় চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন : আর জি জি ৬৬২০৫

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১১ই মাঘ বুধবার, ১৪০১ সাল

কোথায় আলো ?

গত ২৩ জানুয়ারী দেশের সর্বত্র নেতাজী জন্মজয়ন্তী উদ্‌যাপিত হইয়াছে। নেতাজীর ৯৮তম জন্মদিন এই রাজ্যে সর্বস্তরে পালন করা হইল। তদুপলক্ষে তাঁহার মূর্তি ও প্রতিকৃতিতে মাল্যদান, এলগিন রোডস্থ নেতাজীর বাসভবনে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের আগমন তথা নানা স্থানে তাঁহার স্মৃতিচারণ প্রভৃতির মধ্য দিয়া সেই বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের প্রতি শ্রদ্ধা ও মর্যাদা প্রদর্শন করা হইয়াছে। নেতাজীর নামে দমদম বিমান বন্দরের টার্মিনালের নামকরণ হইল।

আপোসী স্বাধীনতার যিনি ঘোর বিরোধী ছিলেন, যিনি ভারতের জন্য চাহিয়াছিলেন অখণ্ড স্বাধীনতা, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হইবার বহু পূর্বে যিনি এই যুদ্ধ বাধিবার ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন, দেশের জন্য নানা শিল্প-পরিকল্পনার কথা যিনি ঘোষণা করিয়াছিলেন, মাতৃমুক্তির সঙ্কল্পে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া যাঁহাকে বাধ্য হইয়া দেশত্যাগ করিতে হয়, যিনি পরবর্তী সময়ে গান্ধীজির দ্বারা 'The patriot of the patriots' আখ্যায় ভূষিত হইয়াছিলেন এবং ধান্দাবাজ ব্যক্তিদের দ্বারা যিনি হিটলারের কুইসলিং এবং তোজোর কুকুর ইত্যাদি আখ্যা লাভ করেন, সেই প্রকৃত দেশপ্রাণ সুভাষচন্দ্র সারা বিশ্বের দরবারে এক অপরিমেয় বিস্ময়ের সৃষ্টি করিয়াছিলেন সর্বপ্রকারের নিন্দা ও প্রশংসাকে অগ্রাহ্য করিয়া। ইংরাজ তাহার সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব বজায় রাখিতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যদি অপর রাষ্ট্রের (যেমন আমেরিকার) সহায়তা গ্রহণ করিতে পারে, তবে ভারতীয় জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য তিনি অন্য রাষ্ট্রের সহায়তা চাহিলে তাহা আদৌ দূষনীয় নহে—ইহাই তিনি উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছিলেন। 'স্বাধীনতা মানুষের জন্মগত অধিকার'—ইহা তাঁহার কণ্ঠ হইতে নির্দ্বিধায় ঘোষিত হইয়াছিল। কোন কষ্টই তাঁহাকে পরাভূত করিতে পারে নাই। ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অতিক্রম করিয়া অশেষ কষ্টের মধ্য দিয়া তিনি ভারত ত্যাগ করেন ; জার্মানী হইতে সজাগ শত্রুর দৃষ্টি এড়াইয়া ৯০ দিন সাবমেরিণে করিয়া বিবিধ প্রতিকূলতার মধ্য দিয়া জাপানে উপস্থিত হন—সবই তাঁহার দ্বারা সম্ভব হইয়াছিল, যেহেতু নিঃস্বার্থভাবে তিনি চাহিয়াছিলেন দেশমাতৃকার পরাধীনতার নাগপাশমুক্তি।

এই নেতাজী সুভাষচন্দ্র ব্রহ্মদেশে থাকাকালীন ১৯৪৪ সালে তাবৎ ভারতীয় নেতৃবৃন্দের তৎকালীন ক্রিয়াকলাপে ভারত বিভক্ত হইবার আভাস পাইয়াছিলেন এবং অপরিসীম মানসিক যন্ত্রণায় তিনি বেতার ভাষণে বলিয়াছিলেন—"I vehemently oppose the Pakistan scheme for the vivisection of our motherland"......"Our divine motherland shall not be cut up." কিন্তু ক্ষমতালাভের লোভ দেশপ্রেমকে মান্যতা দিল না। সেই ভারত-দ্বিধাকরণের বিষবৃক্ষ আজ মহীরূহ হইয়া দেশের মধ্যে আনিয়া দিয়াছে নানা অশান্তি। নেতাজীর ভারতের স্বপ্নসাধ আমরাই—তাঁহার দেশবাসীরাই চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া আজ তাঁহার জন্মজয়ন্তী পালনের বিবিধ ঘটা করিতেছি। ইহা অদৃষ্টের এক পরিহাস।

দেশের মধ্যে আজ নানা রাজনৈতিক দল নিত্য স্বার্থদ্বন্দ্বে মত্ত। এক দলের মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি করিতেছে অন্য দল। ফলতঃ কোন ক্ষমতাসীন দলের উপযুক্ত বিপক্ষ সেই ক্ষমতাসীন দলের ত্রুটিবিচ্যুতির বিষয়ে সোচ্চার হইয়া জনকল্যাণমুখী কর্মধারার সৃষ্টি করিবে—তাহার লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। একই দলে নানা ভাঙন ; আর প্রতিপক্ষ দল সেই ভাঙনকে কেন্দ্র করিয়া নিজের সুবিধা লাভে সচেষ্ট। দেশের অবস্থা তথৈবচ। নেতাজী সুভাষচন্দ্রের জীবনচর্চা, তাঁহার জীবনাদর্শ উপলব্ধি করিয়া তাহা কার্যে রূপায়িত করিবার প্রবৃত্তি আমাদের অদ্যাপি জন্মিল না—ইহাই মর্মান্তিক।

কোথায় বাস করছি ?

কাঞ্চনকুমার রায়

আমরা কোথায় বাস করছি—ভারতে না বাংলাদেশে? প্রশ্নটা যে আগেও মনের কোণে উঁকি-ঝুঁকি দিত না তা নয়। আগেও দিত, কিন্তু আজকাল বড্ড বেশী প্রকট হয়ে উঠছে এর ধাক্কাটা। কেন? তা হয়তো আমাদের নিকট খুবই পরিষ্কার। জঙ্গিপুর মহকুমা সীমান্তের লাগোয়া অঞ্চল। এই অঞ্চলের অধিবাসী হওয়ার সুবাদে তা যেন হাড়ে-হাড়ে টের পাচ্ছি। ক্রমশঃ দৈত্যরূপী বাংলাদেশী কালচার দিনকে দিন আমাদের বদ্ধ খাঁচায় বন্দী করে ফেলছে।

যেমন, প্রথমেই ধরা যাক গরুর হাট। সীমান্ত লাগোয়া গ্রামগুলিতে রমরমা ব্যবসা। দুই-তিন কিলোমিটার অন্তর এক একটা হাট। লাখ লাখ টাকার ব্যবসা। খুব স্বাভাবিকভাবেই এই বে-আইনী কারবারের সঙ্গে জড়িত লোকেরা বাংলাদেশী ব্যবসায়ীদের খপ্পরে পড়ে, তাদের সঙ্গে মিলেমিশে, তাদের নিকট হ'তে কিছু অশুভ উত্তেজিত কথাবার্তা শুনে, ভারতীয় সমাজে প্রচলিত শাশ্বত সনাতন সংস্কৃতি, ভাবধারার প্রতি ক্রমশঃ অসহিষ্ণু হয়ে উঠছে। সমাজের পক্ষে মারাত্মক ক্ষতিকারক এই অশুভ আঁতাত ভাঙতে না পারলে পরবর্তীকালে সমাজ জীবনে এর কুপ্রভাব পড়তে বাধ্য। একটু-আধটু পড়তে যে আরম্ভ করেনি তা নয়। পরন্তু সুরাহার ব্যবস্থা না করে মেষ নীতি অবলম্বন করেছি আমরা। অর্থাৎ চোখ বন্ধ করে বসে আছি, দেখেও দেখছি না, শুনেও শুনছি না—নিস্পৃহ, নীরব আমরা। মনে রাখা উচিৎ, এই নীরবতাই ভয়ঙ্কর পরিণতির দিকে ঠেলে দিচ্ছে আমাদের। যেমন ভেড়ার ক্ষণকালের সুখ ভোগের ইচ্ছা তাকে ঠেলে দেয় মৃত্যুর দিকে। সে যাই হোক, বাংলাদেশীরা ভারতীয় সীমান্তবর্তী অঞ্চলের লোকদের বোঝাতে সক্ষম হয়েছে যে, তাদের অর্থ-নৈতিক অবস্থা বাংলাদেশের উপর নির্ভরশীল। গরু থেকে আরম্ভ করে কাপড়-চোপড়, তেল-নুন প্রভৃতি দৈনন্দিন ব্যবহার্য যাবতীয় দ্রব্যাদি চোরাই পথে বাংলাদেশে পাচার না হলে ওরা খেতে পাবে না। আর এ ব্যাপারটা আমরা কে না জানি যে, অর্থনীতি জীবনধারাকে বিভিন্ন দিক থেকে বহুল পরিমাণে প্রভাবিত করে। এই অর্থ-নৈতিক প্ররোচনা একটা বিশেষ সম্প্রদায়ের ওপর বিশেষভাবে প্রতিফলিত হওয়ায় তারা বাংলাদেশের সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করছে। ফলতঃ ভারতের যা কিছু সবই খারাপ, বিষময় ঠেকছে তাদের কাছে।

সমাজের এই সঙ্কটময় পরিস্থিতিতে কি করা উচিত সর্বসাধারণের? আমরা তো বহুকাল অপেক্ষা করে পুলিশ, বি এস এফ ও প্রশাসনিক আইন শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রকদের দেখলাম। সত্যি কথা কি, প্রশাসনের সঙ্গে নিযুক্ত কর্মচারীদের এ সব দেখা, উপলব্ধি করা উচিত ছিল বহু পূর্বেই। দেখলো না ওরা। বরং ক্ষুদ্র স্বার্থের খাতিরে অসাধু উপায় অবলম্বন করে আরও প্রোৎসাহিত করছে সীমান্তের চোরাকারকে। সমাজের এই ভয়ঙ্কর পরিণতি দেখে আমরা কী চুপচাপ বসে থাকবো? কিছুই কি করার নেই আমাদের? আছে, অবশ্যই আছে! ভাবনা-চিন্তার বড় একটা সময় নেই। 'সত্যি' ধর্মকে সবার ওপরে স্থান দিয়ে দলমতনির্বিশেষে কোমর বেঁধে লেগে যেতে হবে কাজে। সমাজ সংস্কৃতির মূল ধারা থেকে বিচ্যুত মানুষদের সঙ্গে রচনা করতে হবে যোগাযোগের সেতু। পরম স্নেহ ও ধৈর্য্যসহকারে বোঝাতে হবে হ রাগতদের—ভারত বিরোধী কথাবার্তা যেন তারা না শোনে। বোঝাতে হবে, এমনটা না হলে সকলের পক্ষেই ভয়ঙ্কর দুঃখময়ী সময় ডেকে আনবে এই বিদেশী মৌলবাদী লোকগুলো।

ইকো ডেভালাপমেন্ট ট্রেনিং ও সেমিনার

গনকর ঃ গত ১৭ জানুয়ারী মিনিষ্ট্রী অফ এনভাইরনমেণ্ট এ্যাণ্ড ফরেষ্ট এর সৌজন্যে স্কুল অফ ফাণ্ডামেণ্টাল রিসার্চ এর সহযোগিতায় এবং মির্জাপুর নবভারত স্পোর্টিং ক্লাবের পরিচালনায় ইকো ক্লাব সদস্যদের নিয়ে ইকো ডেভালাপমেণ্ট ট্রেনিং ও একদিনের এক সেমিনার ক্লাব প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয়। মহকুমার ১২টি মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ইকো-প্রশিক্ষক ও ২০০ জনের মত ছাত্র-ছাত্রী নিয়ে অনুষ্ঠানটি হয়। সভাপতিত্ব করেন মির্জাপুর ডি পি হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক কল্যাণকুমার চক্রবর্তী, রিসোর্স পার্সেন হিসাবে উপস্থিত ছিলেন প্রাণী বিজ্ঞানী ডঃ অসীম মান্না এবং নেচার লাভার অনিল শ্রীমল। ছাত্র-ছাত্রীরা নিজের নিজের এলাকার সার্ভে করার দায়িত্ব নেয় এবং ১০ দিনের মধ্যে নিজ স্কুলে তা জমা দেবার প্রতিশ্রুতি দেয়। উক্ত রিপোর্টের ভিত্তিতে সরকারী সাহায্য ও সহযোগিতা পাওয়ার ব্যাপারে প্রচেষ্টা করবেন বলে প্রতিনিধিবৃন্দ ও নবভারত স্পোর্টিং ক্লাব কথা দেন।

সুফি সাধক আবদুল গণির উরুষ শরিফ

অরঙ্গাবাদ ঃ গত ৬ জানুয়ারী স্থানীয় ইংলিশ গ্রামে সুফি সাধক ও দার্শনিক আবদুল গণির দ্বিতীয় বর্ষ তিরোধান উপলক্ষে উরুষ মোবারক সম্পন্ন হয়। এই উৎসবকে কেন্দ্র করে দীনদরিদ্রদের অন্নবস্ত্র দান, সুফীর সমাধিতে চাদর দান ও ধর্মালোচনা করা হয়। সন্ধ্যায় ধর্মালোচনায় যোগ দেন সাংবাদিক ও কেন্দ্রীয় সরকারের ফিল্ড পাবলিসিটি অফিসার মোজাফফর ইসলাম, তারাপদ সরকার, মৌলভী হজরত আলী, ডাঃ রাহাত হোসেন প্রমুখ। সকলেই সুফীজীর জীবনবেদ আলোচনা করতে গিয়ে বলেন তিনি ছিলেন প্রকৃত মানবপ্রেমিক, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির একনিষ্ঠ প্রচারক। তিনি আজীবন মানুষকে সৎপথে থাকার ও সর্বপ্রকার ধর্মীয় ও সামাজিক কুসংস্কার থেকে দূরে থাকার শিক্ষা দিয়ে গেছেন। এ সম্বন্ধে দু'খানি বই 'সুখশান্তি দর্শন' ও 'মুক্তি-পাথেয়' তিনি লিখে যান এবং তারই ফলে ঐ অঞ্চলের গোঁড়া মৌল-বাদীদের দ্বারা আক্রান্তও হতে হয় তাঁকে। তাঁর উরুষ শরিফে আশে পাশের বহু হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ উপস্থিত হয়ে তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

এ পি ডি আর সম্মেলন

ফরাক্কা ঃ গত ১৫ জানুয়ারী এখানে এ পি ডি আর ফরাক্কা শাখার বার্ষিক সম্মেলনের প্রকাশ্য সভায় পোষ্ট অফিস মোড়ে বক্তব্য রাখেন জেলা সভাপতি ও রাজ্য কমিটির সহ-সভাপতি দীপঙ্কর চক্রবর্তী। তিনি বলেন ভারতসহ বিশ্বের ১০৬টি দেশ মানব অধিকার রক্ষা কমিশনের সদস্য হলেও এবং এ দেশের সংবিধানে মানব অধিকার সংরক্ষণের কথা থাকলেও বর্তমান রাজনৈতিক দলগুলিও মানবাধিকার রক্ষায় মোটেই আগ্রহী নয়। পুলিশ প্রশাসন তো এখনও নির্বিচারে বিনা বিচারে আটক করছেন। পুলিশ লক আপে মৃত্যু ও ধর্ষণ নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা বললেও চলে। সে কারণেই এই সব কার্য্যকলাপরোধে সাধারণ মানুষ এ পি ডি আরকে বিকল্প অরাজনৈতিক শক্তি বলে গ্রহণ করে তার ছত্রছায়ায় আশ্রয় নিচ্ছেন। কর্মী বৈঠকে পরে বক্তব্য রাখেন রাজ্য কমিটির সদস্য অজয় দে।

হিন্দির অগ্রগতি দেখে গেলেন সংসদীয় প্রতিনিধি দল

ফরাক্কা ঃ গত ৭ জানুয়ারী ফরাক্কা ব্যারেজ ও বৃহৎ তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে সংসদীয় হিন্দি ভাষা প্রচার যৌথ কমিটির লক্ষ্মীনারায়ণ পাণ্ডে প্রমুখ ছয় সদস্য আসেন হিন্দি প্রসারের সাফল্য দেখতে। তাঁরা ফরাক্কা ব্যারেজ ও তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের কর্মীদের মধ্যে সারা বছরের হিন্দি প্রচার সম্বন্ধে একটি ভিডিও তথ্যচিত্র দেখেন। পরে উভয় দপ্তরের হিন্দি প্রসারের কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। সাংসদগণ ২৫% কাজ হিন্দিতে চালানো ও হিন্দি টাইপ চালু করার উপর জোর দেন।

স্বামী বিবেকানন্দের নামে রাস্তা

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ স্থানীয় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম সংস্থার আবেদন-ক্রমে জঙ্গিপুর পৌরসভা সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে পুরসভার মোড় থেকে সদরঘাট, থানা ও কাপড়পট্টি হয়ে পণ্ডিত প্রেসের মোড় পর্যন্ত রাস্তাটি স্বামী বিবেকানন্দের নামে নামকরণ করা হবে। আগামী ২৯ জানুয়ারী সকাল ৯টা নাগাদ বেলুড় মঠের সন্ন্যাসী স্বামী স্বতন্ত্রানন্দ মহারাজ পৌরপিতা, উপ-পৌরপিতা ও কমিশনারগণের উপস্থিতিতে ঐ নামকরণ অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করবেন বলে জানা যায়।

পশ্চিমবঙ্গ এক নতুন শক্তির উৎস

এবারে চৈত্র ও বৈশাখে দারুণ গ্রীষ্মে পশ্চিমবঙ্গ এক উল্লেখযোগ্য নিদর্শন সৃষ্টি করেছে।

বিদ্যুৎ সরবরাহে রেকর্ড করেছে। সম প্লান্ট লোড ফ্যাক্টর (পি এল এফ) বেড়েছে। এবং নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ যোগান সম্ভব হয়েছে। এই সাফল্যে পশ্চিমবঙ্গে নতুন আশা ও উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়েছে। যেমন প্রভাবিত হয়েছে শিল্পোদ্যোগগুলি। শিল্প দ্রব্য নির্মাণের প্লান্টগুলি পূর্ণ শক্তিতে উৎপাদন করছে এবং ক্ষমতাও বেড়েছে। কৃষির উন্নতির জন্য উন্নততর সেচও সম্ভব হয়েছে। এই নবোদ্যোগ পশ্চিমবঙ্গে শিল্পে নতুন ভবিষ্যতের রূপরেখা রচনা করেছে।

লোডশেডিং অতি কমমাত্রায় হওয়ায় জনসাধারণের কষ্ট লাঘব হয়েছে। গত ২৪শে মার্চ '৯৪ পর্যন্ত চাহিদা ছিল ২২৩১ মেগাওয়াট যা মেটাতে সক্ষম হওয়ায় রেকর্ড সৃষ্টি হয়েছে। এই সার্থক প্রচেষ্টা কোনও অলৌকিক ঘটনা নয়।

বামফ্রন্ট সরকারের অনমনীয় সংকল্প বিভিন্ন প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে নিশ্চিত করেছে বিদ্যুতের সর্বাপেক্ষা অনুকূল উৎপাদন। বিদ্যুৎ উৎপাদনের বর্তমান প্লান্টগুলি আধুনিকীকরণে ও রক্ষণাবেক্ষণে নতুন প্লান্টগুলির সর্বোচ্চ উৎপাদনে এবং নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহে এই সফলতা প্রাপ্ত হয়েছে। আজ তাই দূর-দূরান্তের গ্রামেও বিদ্যুতের ছোঁয়ায় অন্ধকার দূর হয়েছে। বামফ্রন্ট সরকারের নিরন্তর প্রচেষ্টায় আগামী দিনে পশ্চিমবঙ্গ এক নতুন শক্তির উৎস হবে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

পাকা বাড়ী বিক্রয়

রঘুনাথগঞ্জ বালিঘাটায় রাস্তার ধারে একটি দোতলা পাকা বাড়ী বিক্রয় আছে। বাড়ীটি প্রয়াত ডাঃ অটলবিহারী পালের।

অনুসন্ধান করুন—**শম্ভুনাথ দাস**/রঘুনাথগঞ্জ বালিঘাটা

বিজ্ঞপ্তি

১৯৯৫-৯৬ আর্থিক বছরে মুর্শিদাবাদ জেলা থেকে নিরবচ্ছিন্ন-ভাবে প্রকাশিত সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক, ত্রৈমাসিক পত্রিকাগুলিতে সরকারী বিজ্ঞাপন প্রকাশের জন্য একটি তালিকা প্রস্তুত করা হবে।

আগ্রহী পত্রিকার সম্পাদকগণ এজন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দপ্তরে যোগাযোগ করে নির্দিষ্ট ফর্মে আবেদন করতে পারেন।

পূরণ করা আবেদনপত্র জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরে জমা দিবার শেষ তারিখ ১লা মার্চ, ১৯৯৫

স্বাঃ
জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক
মুর্শিদাবাদ, বহরমপুর
৯, শহীদ সূর্য্য সেন রোড, বহরমপুর
মুর্শিদাবাদ

ক্রীড়া ও যুব উৎসবে রাজ্যে দ্বিতীয়

রঘুনাথগঞ্জ ঃ কলকাতা রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত ক্রীড়া ও যুব উৎসবে লঘু সঙ্গীতে রাজ্যে ২য় স্থান অধিকার করেন এই শহরের গোডাউন কলোনীর ছেলে রুইদাস হালদার।

আত্মসমালোচনা করতে বললেন বসু (১ম পৃষ্ঠার পর)

করা। হিন্দু, মুসলমানদের অধিকার রক্ষা করতে হবে। যদিও, এ জেলায় মুসলমানরা সংখ্যা-গরিষ্ঠ। তিনি আরও বলেন, পঃ বঙ্গ সরকার গত ১৮ বছরে মিথ্যা মামলায় কাউকে আটকায়নি। যা কংগ্রেস আমলে হত। শুধু বক্তৃতা দিলে হবে না। নিজেদের আত্ম-সমালোচনা করতে হবে। কেন্দ্রে এবং রাজ্যে যে সরকার করতে চাই —তাতে, ছাত্র, যুব, মহিলা, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী, কৃষক-শ্রমিক সকলকে একত্রিত করতে হবে। অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন পরিবহন-মন্ত্রী শ্যামল চক্রবর্তী, দলের জেলা-সম্পাদক মধু বাগ এবং বিধায়ক আবুল হাসনাৎ খাঁন।

বিধায়ক হাসনাৎ খাঁন বলেন, ফরাক্কা থেকে জলঙ্গী দীর্ঘ ৯০ কিঃ মিঃ গঙ্গাভাঙন রোধ করতে হবে। ভাঙনে বাস্তুহারা পরিবারের জন্য জমি দিতে হবে। মহকুমার অন্যতম দাবি—জঙ্গিপুরে ভাগীরথী নদীতে ব্রীজ করতে হবে রাজ্য সরকারকে। মুখ্যমন্ত্রীর নিরাপত্তা ব্যবস্থা ছিল কঠোর। কার্যতঃ, পুলিশই সব দায়িত্ব নিয়েছিলো। দলের স্বেচ্ছাসেবকদের কাছে ভিড়তে দেয়নি। বিশাল মঞ্চের দায়িত্ব নিয়েছিল কম্যাণ্ডো এবং ব্ল্যাক্যাট বাহিনী। মুখ্যমন্ত্রী সেদিন রাতে ফরাক্কায় ছিলেন এবং এন টি পি সি ঘুরে দেখেন। জেলা-সম্মেলনে ৪৬২ জন প্রতিনিধি অংশ গ্রহণ করেন। দলের নেতা তথ্য-সংস্কৃতি মন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য সম্মেলন পরিচালনা করেন। জানা যায়, দলের অসৎ অংশকে তিনি সতর্ক করে দেন। ফরাক্কা ব্যারেজের নেতাজী রিক্রিয়েশন সেন্টারে (হরনাথচন্দ্র নগর) প্রতিনিধি সম্মেলন হয়। মধু বাগ সর্বসম্মতিক্রমে পুনরায় জেলা সম্পাদক থাকলেন। ১২ জনের সম্পাদকমণ্ডলীও আগে যা ছিল, তাই রইল। ৫৭ জনের জেলা কমিটি হয়েছে। ২১—২৪ জানুয়ারী দিন ঘোষণা থাকলেও ২৩ জানুয়ারী তা শেষ হয়ে যায়। সম্মেলন উপলক্ষ্যে ফরাক্কা তিনদিন উৎসব নগরীতে সেজেছিল। প্রতিবেদক তথ্য-সংস্কৃতি মন্ত্রীকে জঙ্গিপুরে বড় অনুষ্ঠানের উপযোগী ভবন (অডিটোরিয়াম) এবং 'দাদাঠাকুরের মূর্তি' গড়ার জন্য প্রস্তাব রাখেন। তিনি আশ্বাস দেন, জঙ্গিপুরে গিয়ে এ ব্যাপারে আলোচনা করে ব্যবস্থা করব।

সুতী থানার ওসি সাসপেণ্ড (১ম পৃষ্ঠার পর)

চার দুর্বৃত্তকে তারকেশ্বর থেকে ধরে আনা হয়। পরে এক অদ্ভুত টি আই প্যারেড করিয়ে সনাক্ত না করতে পারার অজুহাত দেখিয়ে ওসি শিবপদ সরকার তাদের মুক্তি দিয়ে দেন। আর একটি অভিযোগ তাঁর বিরুদ্ধে যে তিনি সুতী থানা ভবন নির্মাণের সময় বিড়ি কোম্পানীগুলির মালিক, শ্রমিক ও মুন্সীদের কাছ থেকে চাপ দিয়েও ভয় দেখিয়ে প্রচুর টাকা আদায় করেন। তাঁর অত্যাচারে ক্ষুব্ধ হয়ে স্থানীয় জনগণ এ ব্যাপারে বিডিওর কাছে একটি স্মারকলিপিও জমা দেন।

লেখাপড়া শিকেয় উঠেছে (১ম পৃষ্ঠার পর)

ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়া শেখাতে, না পারছেন তাদের চরিত্র গঠন করতে। বার বার শিক্ষক চেয়ে না পেয়ে তাঁরা কর্তৃপক্ষের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠেছেন। তাই শিক্ষকগণ গড্ডালিকার স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়েছেন। তাঁরা শুধু আসছেন আর যাচ্ছেন। আর আমাদের জাতির ভবিষ্যৎ কচি-কাঁচা শিশুরা আম-জাম-কুল খেয়ে দিব্যি ঘুরে বেড়াচ্ছে। শিক্ষকদের অবসরের বয়স ষাট বছর বেঁধে দেওয়ার ফলে গত তিন/চার বছরে পাইকারী হারে শিক্ষক অবসর নিয়েছেন। অথচ এখন পর্যন্ত সেই সব শূন্যস্থান পূরণ করা হয়নি। গত আগষ্ট মাসে শিক্ষক নিয়োগের জন্য সাক্ষাৎকার যজ্ঞ শুরু হলেও তা কোন এক অজ্ঞাত কারণে বন্ধ আছে। এই ভাবে আর কিছুদিন চললে শিক্ষক শূন্য বিদ্যালয়ের সংখ্যা আশ্চর্যজনকভাবে বাড়তে থাকবে।

আম গাছেও মুকুল আসেনি (১ম পৃষ্ঠার পর)

কীটনাশকের অভাবহেতু হয়তো মুকুল রক্ষা করা যাবে না, এই আশংকায় চাষীরা মনমরা। গ্রামের চাষীরা ও আম বাগানের মালিকরা, কৃষি বিভাগের এদিকে নজর নাই বলে ক্ষুব্ধ। সরকারী ব্যবস্থা না হলে এবারে রবি ফসল ও আম লিচুর ফলন মার খাবে বলে চাষীরা মনে করছেন।

প্রিন্টিং মেসিন বিক্রয়

বড় মেসিন আনার জন্য ছোট মেসিনটি (রয়াল কোয়ার্টার) বিক্রি করা হবে। প্রয়োজনে আনুসঙ্গিক টাইপও দেওয়া হবে। যোগাযোগ করুন ঃ সেন প্রিন্টিং অফিস, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

হক ফার্মেসী

রঘুনাথগঞ্জ (গাড়ীঘাট) মুর্শিদাবাদ

(বৃহস্পতিবার বন্ধ)

নিম্নলিখিত বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ দ্বারা চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে।

১। জেনারেল সার্জেন।
২। স্নায়ু ও মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞ।
৩। নাক, কান ও গলা বিশেষজ্ঞ।
৪। দাঁত ও মুখ রোগ বিশেষজ্ঞ।
৫। প্রসূতি ও স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ।
৬। শিশু রোগ বিশেষজ্ঞ।
৭। চক্ষু রোগ বিশেষজ্ঞ।
৮। চর্ম, যৌন ও কুষ্ঠ রোগ বিশেষজ্ঞ।

অর্থোপেডিক সার্জেন (সোম, বৃহ, শনি), ফিজিসিয়ান প্রতি সোমবার

বিঃ দ্রঃ—এছাড়া অন্যান্য বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের তালিকা পরে জানানো হবে।

বাঘিড়া ননী এণ্ড সন্স

মির্জাপুর ॥ গনকর

ফোন নং ঃ গনকর ৬২২৯

আর কোথাও না গিয়ে আমাদের এখানে অফুরন্ত সমস্ত রকম সিল্ক শাড়ী, কাঁথা ষ্টিচ করার জন্য তসর থান, কোরিয়াল, জামদানি জোড়, পাঞ্জাবির কাপড়, মুর্শিদাবাদ পিওর সিল্কের প্রিন্টেড শাড়ির নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান। উচ্চ মান ও ন্যায্য মূল্যের জন্য পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।